দৈনিক
ইনকিলাব

4 JUN 2003

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে নতুন প্রজ্ঞাপন নিয়ে ভিন্ন কথা

প্রসঙ্গ কথা

একরামুল হক লিটন

জেলা পর্যায়ে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগযোগ্য শিক্ষকদের প্যানেল তৈরীর জন্য কমিটি গঠন সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্তে খবর প্রকাশে দেশের সচেতন ও বিশেষজ্ঞ মহলে দারুণভাবে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩ মে হতে নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক, ডিগ্রী ও স্নাতকোত্তর স্তরের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ করতে হলে জেলা প্রশাসক, জেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালকসহ সরকারী ও বেসরকারী ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ, জেলার বৃহত্তর সরকারী ও বেসরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে দেশের সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদের তালিকা তৈরী করে প্যানেল তৈরীর মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ প্রজ্ঞাপনে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ ধরনের প্রজ্ঞাপন জারি করার কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা গেছে যে, তাদের ভাষায়-ম্যানেজিং কমিটি দুর্নীতির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে থাকেন, অথচ বর্তমান প্রচলিত নিয়মে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ কমিটিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, ডিজির প্রতিনিধি, সরকারী কলেজের বিষয় ভিত্তিক বিশেষজ্ঞগণ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, খাতা মূল্যায়ন, ভাইভা এবং প্রদর্শন ক্লাসের মাধ্যমে যাচাই-বাছাইপূর্বক প্যানেল তৈরী করে থাকেন। যেখানে ম্যানেজিং কমিটির তেমন কোন ভূমিকা থাকে না। পরবর্তীতে প্যানেলভুক্ত প্রথম স্থান অধিকারীকে ম্যানেজিং কমিটি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে থাকেন এবং ডিইও (জেলা শিক্ষা অফিসার) অফিস, ডিজি অফিস এবং ব্যানবেইজ উক্ত নিয়োগের কাগজপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক এমপিওভুক্ত করে থাকেন। সুতরাং ঢালাওভাবে ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে এই অপবাদ সচেতন মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। উক্ত নিয়োগে কোন রকম দুর্নীতির প্রশ্ন আসলে অবশ্যই সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং কর্মকর্তাদের উপর দায়িত্ব বর্তায়।

এক্ষেত্রে এমপিওভুক্তি সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের অনিয়মের সৃষ্টি তদন্ত করে সঠিক পরিসংখ্যান করলে দেখা যাবে প্রতি মাসে সরকারের কয়েক কোটি টাকার আর্থিক অপচয় হচ্ছে। দুর্নীতি ও আর্থিক অনিয়মে যারা অভিযুক্ত, তাদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। সুতরাং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতির রাহু গ্রাস থেকে মুক্তির জন্য উদ্দোরপিন্ডি বুধের ঘাড়ে না চাপিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। তা না করে তড়িঘড়ি প্রক্রিয়ার যাচাই-বাছাই না করে, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মতামত উপেক্ষা করে একটি দুর্বল, ত্রুটিপূর্ণ প্রজ্ঞাপন দেশের শিক্ষিত সমাজকে বিস্মিত করেছে। এতে দেশের সিংহভাগ শিক্ষার নেতৃত্ব দানকারী বেসরকারী পরিচালনা পরিষদ তাদের সৃষ্ট দায়িত্ব পালনে নিরুৎসাহিত হবে। সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হবে। বেসরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দুর্নীতি রোধের নামে নতুন করে অন্য পক্ষের মাধ্যমে দুর্নীতির পথ হবে উন্মুক্ত।

নতুন প্রজ্ঞাপনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মত হলো, জেলা পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগের প্যানেল তৈরীর মাধ্যমে কমিটি শুধু বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ করবেন, কিন্তু বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট পদে শিক্ষক নিয়োগ করার বিধান রয়েছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক সৃষ্ট পদে শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে আসছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এহেন প্রজ্ঞাপনে সৃষ্ট পদের শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি কাদের ওপর বর্তাবে তা স্পষ্ট নয়। আর যদি সৃষ্ট পদে শিক্ষক নিয়োগ নাই করা হয় সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় শিক্ষকদের অভাবে শিক্ষার মান ব্যাহত হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক কোন কলেজে ডিগ্রী ও অনার্স অধিভুক্তির জন্য যথাক্রমে তিনজন ও আটজন শিক্ষক নিয়োগ করতে হয়। অথচ শূন্য পদে মাত্র দুই জনের বেশী শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার বিধান প্রচলিত নিয়মে থাকছে না। সেই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সৃষ্ট পদে ডিগ্রী পর্যায়ে একজন ও অনার্স পর্যায়ে পাঁচ জনের নিয়োগের বিধি কি হবে এবং নিয়োগদাতা কে হবেন তা স্বচ্ছ নয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিসারদের নিয়ে কমিটি করে তাদের উপর নিয়োগের দায়িত্ব অর্পিত হলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, দুর্নীতি লাঘব না হয়ে আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।

শুধুমাত্র আটজন নিয়োগ কমিটির উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক অধঃস্তন কর্মকর্তার কাজে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। ফলে দুর্নীতি ও অন্যান্য কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়ার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে বাধ্য। উদাহরণ হিসেবে পিএসসির কথা বলা যেতে পারে- যেখানে সংবিধান স্বীকৃত উপায়ে গঠিত সৎ ও নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচনের পরও প্রশ্নপত্র ফাঁস ও অন্যান্য অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এরকম আরও অনেক অসঙ্গতি ইতোমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

উপরোক্ত দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলো সংশোধন করে একটি শক্তিশালী জাতীয় ভিত্তিক বেসরকারী কমিশন গঠন করে শিক্ষক নিয়োগ করা উচিত বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন এবং তা না হলে এভাবে বার বার শিক্ষা নীতিমালা পরিবর্তন করায় শিক্ষক, অভিভাবক মহল বিভ্রান্তিতে পড়ে। ম্যানেজিং কমিটি দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হবেন না। যার প্রভাবে দেশের ৯৮% শিক্ষার প্রতিনিধিত্বকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর বিরাট প্রভাব পড়বে। ফলে শিক্ষার মান অনেকাংশে ব্যাহত হতে পারে।

সুতরাং বর্তমান প্রজ্ঞাপন সংস্কারের মাধ্যমে এমনভাবে সাংবিধানিক ক্ষমতায়নের দ্বারা বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দের সুপারিশ অনুযায়ী বেসরকারী পিএসসি অথবা বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষক নিয়োগ কমিশন গঠন করা উচিত। তা না করা পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সময় পর্যন্ত পূর্বের নিয়মে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু রেখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা উচিত বলে সচেতন মহল মনে করেন।